গাংনীতে এলজিইডির হিসাবরক্ষকের বিরুদ্ধে ঘুষ ও অনিয়মের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) অফিসের হিসাবরক্ষক মোঃ আসাদুজ্জামানের বিরুদ্ধে ঠিকাদারদের কাছ থেকে বিল ছাড়ের নামে কমিশন নেওয়ার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে।

উন্নয়ন কাজের বিল দ্রুত প্রস্তুত ও ছাড় করে দেওয়ার বিনিময়ে তিনি ১ থেকে ২ শতাংশ পর্যন্ত অর্থ আদায় করেন বলে ভুক্তভোগী ঠিকাদাররা দাবি করেছেন। এতে অনেক ঠিকাদার একপ্রকার জিম্মি হয়ে পড়েছেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক ঠিকাদার অভিযোগ করে বলেন, নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় বিল জমা দিলেও নানা অজুহাতে ফাইল আটকে রাখা হয়। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী কমিশন দিলে দ্রুত বিল তৈরি হয়ে যায়। সরকারি নিয়ম মেনে কাজ শেষ করার পরও বিলের জন্য অফিসে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হতে হয়। টাকা দিলে কাজের গতি বাড়ে, না দিলে তৈরি করা হয় নানা জটিলতা।

এছাড়া ওই হিসাবরক্ষকের বিরুদ্ধে নিয়মিত অফিস ফাঁকি, কর্মস্থলে অনুপস্থিতি ও দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগও রয়েছে। ঠিকাদারদের দাবি, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র শতভাগ ঠিক থাকার পরও বিল নিষ্পত্তিতে তাঁদের অযথা হয়রানির শিকার হতে হয়।

স্থানীয় কয়েকজন ঠিকাদার অভিযোগ করেন, আসাদুজ্জামান স্থানীয় বাসিন্দা হওয়ায় নিজের প্রভাব খাটিয়ে অফিসে একচ্ছত্র আধিপত্য তৈরি করেছেন। এমনকি তিনি উপজেলা প্রকৌশলীর নির্দেশনাকেও তোয়াক্কা করেন না। তাঁদের ভাষায়, অফিসে যেন এক ধরনের রামরাজত্ব কায়েম করা হয়েছে। কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পান না, কারণ প্রতিবাদ করলে ভবিষ্যতে আরও বড় হয়রানির শিকার হতে হবে।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে হিসাবরক্ষক মোঃ আসাদুজ্জামানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সুনির্দিষ্ট কোনো জবাব না দিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, পারলে আমাকে বদলি করে দেন।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী রোকনুজ্জামান বলেন, আসাদুজ্জামানকে নিয়ে আমিও বড় বিপদে আছি। সব কথা ইচ্ছে থাকলেও বলতে পারি না।

স্থানীয় সচেতন মহল ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের দাবি, সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে গাংনী এলজিইডি অফিসের এই অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে দ্রুত একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

হরিণাকুণ্ডুতে শিক্ষা অফিসের হিসাবরক্ষক দিয়ে নিয়োগ বোর্ড বসালেন মাদ্রাসা কমিটি

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার গাড়াবাড়িয়া সিদ্দিকীয়া দাখিল মাদ্রাসায় বড় অংকের ঘুষের বিনিময়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের পরিবর্তে অফিসের হিসাবরক্ষক কাম অফিস সহকারীকে দিয়ে বিধি বহির্র্ভূত ভাবে ইবতেদায়ী প্রধান শিক্ষক এবং কম্পিউটর ল্যাব সহকারী নিয়োগের বোর্ড বসানোর অভিযোগ উঠেছে।

গত শুক্রবার (২৬ জুলাই) সকাল নয়টায় অতি গোপনে নিজ মাদ্রাসায় এই নিয়োগ বোর্ড বসান প্রতিষ্ঠানের সুপার আব্দুল আলিম। এই নিয়োগ নিয়ে রয়েছে বিস্তর অভিযোগ এবং নিয়োগের বিপরিতে রয়েছে মামলাও তবে কোন বিষয় তোয়ক্কা না করে ২০লক্ষ টাকার বিনিময়ে দেশের এই কারফিউ পরিস্থিতির মধ্যেও নিয়োগ বোর্ড বসালেন মাদ্রাসা সুপার।

মাদ্রাসার নিয়োগ প্রত্যাশি দুজন ভুক্তভোগীর মধ্যে আফরিন জাহান নামে একজন এই পাতানো নিয়োগ বন্ধের দাবী জানিয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট আবেদন করেছে। এই আবেদনে তিনি বলেন, এই প্রতিষ্ঠান একাধিকবার নিয়োগের সার্কাকুলার দিয়েছে, আমি ল্যাব সহকারী পদে চাকুরীর জন্য প্রথমবার আবেদন করেছি, কিন্তু আমাকে কিছু না জানিয়ে এবং পরীক্ষার প্রবেশপত্র ইস্যু না করে টাকার বিনিময়ে সম্পুর্ণ বিধি বহির্ভূত ভাবে এবং গোপনে নিয়োগ বোর্ড বসিয়েছেন, তদন্ত

সাপেক্ষে আমি এই অবৈধ নিয়োগ বোর্ড বাতিল এবং এই ঘুষখোর নিয়োগ কমিটির বিচার দাবি করছি।

আরও জানা যায়, প্রতিষ্ঠানের দাতা সদস্য আসাদুল ইসলাম, ২০ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে গোপনে দেশের অপচলিত পত্রিকায় প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার কারণে হরিণাকুণ্ডু নির্বাহী অফিসারের নিকট লিখিত আবেদন করেন । আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্বাহী অফিসার উভয় পক্ষকে ডেকে একটি সমঝতা করে দেন। এরপর আবার ষড়যন্ত্র করে গোপনে ১০অক্টেবর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিলে দাতা সদস্য আদালতে মামলা করেণ, যার নং ১৫/২৩, মামলাটি চলমান রয়েছে। এই অবস্থায় আবার তৃতীয়বার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কমিটির কয়েকজনকে নিয়ে গোপনে মিটিং করে টাকা ভাগাভাগির মাধ্যমে গত ১৯ জুলাই সবত্র শাট ডাউনের মধ্যে নিযোগ বোর্ড বসানোর চেষ্টা করে। বিষয়টি জানাজানি হলে তা আর সম্ভব হয়নি। পরে একই কায়দায় গত ২৬ জুলাই মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের মহা পরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী রাজিয়া সুলতানার উপস্থিতিতে নিয়োগ বোর্ড বসান।

সেখানে বিধি মোতাবেক শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের উপস্থিত বাধ্যতামূলক থাকলেও তার পরিবর্তে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের হিসাবরক্ষক মোঃ ফিরোজ আহমেদ প্রতিনিধিত্ব করেণ যা সম্পুর্ণ অবৈধ। এবিষয়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল বারী বলেন, আমার প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ বোর্ডে হিসাবরক্ষকে পাঠিয়েছি, তবে রেজুলেশনে আমি স্বক্ষর করবো। তাকে প্রতিনিধি পাঠানোর নিয়ম আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন ডিসি সাহেব প্রতিনিধি পাঠালে হবে, আমি পাঠালে হবে না কেন? এবিষয়ে জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের নিকট জানতে চাইলে তিনি বলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারই মন্ত্রনালয়ে প্রতিনিধি ওনাকে স্বশরীরে নিয়োগ বোর্ডে উপস্থিত থাকতে হবে ওনি কাউকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠাতে পারেন না, পাঠালে নিয়োগ বোর্ড হবেনা। নিয়োগ সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানের সুপারেন্টটেন্ড মোঃ আব্দুল আলিম বলেন আমরা মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যারা নিয়োগ বোর্ডে আসছেন তাদের দিয়েই বোর্ড গঠন করা হয়েছে। সঠিক হয়েছে কিনা ওনারা ভাল জানেন। মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে বলেন কোর্টের কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। ঘুষ নেওয়ার বিষয়টি এড়িয়ে যান তিনি। এছাড়াও সুপারের বিরুদ্ধে ক্যাশবুক লেখায় অনিয়ম, ছাত্রছাত্রীদের বেতন আদায়, শিক্ষকদের ভাতা প্রদান, কৃষি জমির আয়, অনুদান, সঠিক ভাবে ব্যাংক হিসাবে জমা না দিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে হাতে রেখে খরচ করার অভিযোগও রয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের সভাপতি টুলু মন্সীকে বার বার ফোন দিয়েও তাকে পাওয়া যায়নি। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় বেশ চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। এঅবস্থায় প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে নিয়োগ প্রক্রিয়াটি বন্ধ করে স্বচ্ছতার সাথে বিধিমোতাবেক নিয়োগের আবেদন জানান এলাকাবাসী।

আলমডাঙ্গায় হিসাবরক্ষকের হাতে লাঞ্চিত উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা

আলমডাঙ্গা উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তাকে শারীরিক লাঞ্ছিত করেছে একই প্রতিষ্ঠানের উচ্চমান সহকারী যুক্ত হিসাব রক্ষক মনিরুজ্জামান। দাপ্তরিক ভুল কম্পোজ সংশোধন করতে বলায়, তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে কর্মকর্তার উপর আক্রমণ করেন।

এঘটনায় উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হারদি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। খবর পেয়ে জেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার অফিস পরিদর্শন করেন। এঘটনায় দফায়-দফায় মিমাংসের চেস্টা চালিয়ে যাচ্ছেন অভিযুক্ত মনিরুজ্জামান।

ঘটনাটি গতকাল রবিবার বিকেল ৩ টার দিকে উপজেলা সমাজ সেবা অফিস কক্ষে ঘটেছে। ভুক্তভোগী উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তাকে শারীরিক লাঞ্ছিতের ঘটনায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত কমিটি গঠন করবে জেলা কর্মকর্তা। তবে, আইনগত ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছে আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসন।

সমাজ সেবা অফিস সূত্রে জানাযায়, রবিবার দুপুরে জেলা সমাজ সেবা অধিদফতর (ডিজি) বরাবর চিঠি তৈরি করতে নির্দেশ দেন উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার নাজমুল হুসাইন। চিঠিতে একাধিক ভুল থাকায় তাকে পূণরায় সংশোধন করতে বলায় অফিসের উচ্চমান সহকারী যুক্ত হিসাব রক্ষক মনিরুজ্জামান তার উপর আক্রমণ করেন। এসময় ক্ষিপ্ত হয়ে কর্মকর্তাকে শারীরিক ভাবে লাঞ্ছিত করে। এতে নাজমুল হুসাইন শারীরিকভাবে অসুস্থ

হলে হারদি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এঘটনায় উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা নাজমুল হুসাইন বলেন, ডিজি বরাবর চিঠিতে একাধিক ভুল করলে সংশোধন করতে বলা হয়। সে আমার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে কিলঘুষি মারতে থাকে। তিনি আরো বলেন, আমার উপর সে আক্রমণ করলেও কেউ ঠেকাতে আসেনি।

অভিযুক্ত মনিরুজ্জামান মোবাইল ফোনে জানান, এমন কোন ঘটনা ঘটেনি। যা হয়েছে ভুল বোঝাবুঝি। আপস-মিমাংস হয়ে গেছে।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস বলেন, উপজেলা সমাজ সেবা অফিসারকে লাঞ্চিতের বিষয়টি শুনেছি। তাকে অভিযোগ দায়ের করতে বলা হয়েছে। উচ্চমান সহকারীর বিরুদ্ধে ওই দপ্তর বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।